Subject : Sanskrit, **Semester :** 2nd & 4th
Course : GENERIC ELECTIVE (GE-1) Course -2
GENERIC ELECTIVE (GE-2) Course -2
Paper : SANS-H-GE-T-2

Q: Who was वसुरक्षित ? Discuss the advice of वसुरक्षित to अनन्तवर्मा.
বসু রক্ষিত কে ছিলেন অনন্ত বর্মার প্রতি বসু রক্ষিতের উপদেশ গুলি আলোচনা করো। **10**

Ans:- বিদর্ভ নগরের অন্তর্গত ভোজ বংশের রাজা পুণ্যবর্মার একজন বিচক্ষণ ও শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন বসুরক্ষিত।

সম্মানীয় বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিত প্রথমেই নবীন রাজ পুত্র অনন্তবর্মার গুণাবলীর প্রশংসা করে বলেছেন যে, অভিজ্ঞতাবোধ ও অন্যান্য সমস্ত গুণে তিনি গুণান্বিত। সেই সঙ্গে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। যার ফলস্বরূপ তাঁর সমস্ত কাজই সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। অন্যদিকে নৃত্য, গীত, কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা অনন্তবর্মাকে মহান থেকে মহত্তর করে তুলেছে। সর্বগুণসম্পন্ন রাজা হতে গেলে ওই সমস্ত গুণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু রাজ্য শাসনে কেবল পাণ্ডিত্য ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতাই যথেষ্ট নয়, কৌটিল্যাদি প্রণীত অর্থশাস্ত্রাদির জ্ঞান ও আবশ্যক, কারণ রাজার অধীত বুদ্ধি অর্থশাত্রের জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হলে তবেই কর্মক্ষম হয় এবং ঔজ্জ্বল্যযুক্ত হয়, যেমন অগ্নির দ্বারা শোধিত না হলে সোনার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হয় না।

বসুরক্ষিতের মতে রাজ্যের সমৃদ্ধি প্রজাদের নিকট রাজাকে সম্মানিত করলেও বুদ্ধিহীন রাজাকে শত্রুরা সহজেই আক্রমণ করে। বুদ্ধিহীন রাজারা শত্রুর অভিসন্ধি বুঝতে পারেন না। কারণ তাঁরা কোন কর্ম কখন করা উচিত সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না, বুদ্ধিহীন রাজারা সাধ্য ও সাধনের মূল্যায়ন করতে না পারায় অবিবেচকের মতো কাজ করে অন্যের অবমাননার পাত্র হন। তাঁদের আদেশ প্রজারা সহজেই লংঘন করে স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয়, দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা, সর্বত্রই বিরাজ করে ভয়াবহ দৃশ্য।

বিশৃঙ্খল প্রজারা যেমন রাজার ইহলোকের ও পরলোকের পতনের কারণ হয় তেমনি তারা নিজেরাও নিজেদের পতন ডেকে আনে। সুতরাং এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে প্রজাদেরকে সযত্নে রক্ষা করা রাজার একান্ত কর্তব্য, এবং এই কর্তব্য পালন করতে অর্থশাস্ত্রের বিশেষত দণ্ডনীতির জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তাছাড়া রাজকর্তব্য পালনে কালজ্ঞান ও (সময়) আবশ্যক, অতীত বিষয়ে জ্ঞান যেমন অনাগত বিপদকালে রাজাকে স্থির সিদ্ধান্তে অবিচল রাখে, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান ও রাজকার্য পরিচালনার সহায়ক হয়। শাস্ত্রের দ্বারাই এই ত্রিকালের জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়।

শাস্ত্র জ্ঞানহীন ব্যক্তি নয়ন থাকলেও অন্ধের তুল্য, সুতরাং এই অবস্থায় বসুরক্ষিত অনন্তবর্মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বাধ্যবিষয়ের প্রতি অত্যাসক্তি ত্যাগ করে রাজনীতি রূপ আপনার কুলবিদ্যার প্রতি মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শাস্ত্র অনুসারে চললেই তিনি অপ্রতিহত ভাবে সমুদ্র মেখলা পৃথিবী শাসন করতে পারবেন।